মহেশপুরে রানার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ অসত্য; জুলাই আন্দোলনকারীদের চরিত্র হননের চেষ্টা

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহবায়ক একজন মসজিদের ইমাম ও সমাজসেবক, নাম হামিদুর রহমান রানা। ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার বলিভদ্রপুর গ্রামে বাড়ি। পরিবারে অর্থনৈতিক সংকট, মাথার গুজার ঠায় হিসেবে আছে শুধু একটি ভিটে বাড়ি। তবুও তাকে অপরাধী বানাতে চায় একটি বিশেষ মহল।

গত মাসের ২৯ জুলাই দুইকটি পত্রিকায় এই রানার বিরুদ্ধে পৌরসভায় চাাঁদাবাজি, এলাকায় দুর্নীতি ও সীমান্ত অপরাধের অভিযোগ তুলে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। অথচ এসব অভিযোগের পক্ষে কোনো তথ্য-প্রমাণ, স্বাক্ষ্য বা ভুক্তভোগীর কোন বক্তব্য তুলে ধরা হয়নি। প্রতিবেদনে এমন সব দাবি করা হয়েছে যা সরেজমিন অনুসন্ধানে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে।একটি বিশেষ মহল সারাদেশে জুলাই আন্দোলন ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের বিতর্কিত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এটা তারই ধারাবাহিকতা।

জানা গেছে, রানা প্রায় ১২ বছর ধরে মহেশপুর উপজেলার স্থানীয় রামচন্দ্রপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদে মাসিক কিছু টাকার বিনিময়ে ইমামতির দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর বাবা একজন দিনমজুর ও রাতের বেলা পুকুর পাহারার কাজ করেন। ভাইয়েরা কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ দর্জি কাজ করেন। সংসার চলে অভাব-অনটনের মধ্যেই।

বেশ কিছু দিন পূর্বে তিনি তার বাড়িতে পোষা গরু এবং ছাগল আর পূর্বের পুরাতন একটি মোটরসাইকেল বিক্রি করে কিছু টাকা খালিশপুর এক মোটরসাইকেল শোরুমে দিয়ে বাকিতে একটা মোটরসাইকেল কিনে। যা সেই শোরুম এখনো তার কাছে ৮২ হাজার টাকা পাবে। তার হাতে ভাঙা মোবাইল ফোন যার দাম হয়তো ১২/১৪ হাজার টাকা হবে।

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দা হাশেম,শাকিল এরা বলেন, রানা খুবই ভালো ছেলে। মসজিদে নামাজ পড়ায়, এলাকায় কারও ক্ষতি করে না। ওর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে চরিত্রহননের চেষ্টা চলছে।

মসজিদের সভাপতি নজরুল ইসলাম ও সেক্রেটারি ইনতাজ আলী জানান, রানা অত্যন্ত ধর্মভীরু, সৎ ও সাদাসিধে জীবনযাপন করেন। তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তার পিতা দিনে পরের জমিতে কাজ করে আর রাতে পরের এক পুকুর পাহারা দেয়। তাদের ভিটে বাড়ি ছাড়া মাঠে কোন জমি নেই।

এবিষয়ে মহেশপুর উপজেলার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহবায়ক হামিদুর রহমান রানা বলেন,আমাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেয় করা হচ্ছে। কিছু প্রভাবশালী মহল আমার সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা মেনে নিতে পারছে না। আমি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছি।

এবিষয়ে মহেশপুর পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী সোহেল রানা বলেন, আমি কালের কণ্ঠে কোনো বক্তব্য দিইনি। তারা যা ছেপেছে, তা তাদের মনগড়া ও মিথ্যা বক্তব্য।
এদিকে সুশীল সমাজ বলছে,সংগঠনের রাজনীতিতে যুক্ত থাকলেই কেউ অপরাধী হয় না। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কাউকে এভাবে হেয় করা অনৈতিক ও সাংবাদিকতার নীতিমালার পরিপন্থী।

তারা আরও বলছেন কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি একটি অসহায়, ধর্মপ্রাণ, সাধারণ পরিবারের সন্তানের বিরুদ্ধে একপাক্ষিক, প্রমাণহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণা। রানার মতো একজন ইমামকে অপরাধী বানানোর চেষ্টা, শুধু ব্যক্তি নয়, সমাজ ও সাংবাদিকতা নীতির বিরুদ্ধেও এক ভয়াবহ আঘাত। এদিকে একটি মহলের ইশারায় জুলাই আন্দোলন ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের বিতর্কিত করার অপচেষ্টা চলছে, যা উদ্বেগজনক। আমরা এই ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা জানাই। এবিষয়ে প্রশাসনকে সঠিক ভাবে তদন্ত করার দাবি রাখেন রানা।

ঝিনাইদহে জলাবদ্ধতায় বেড়েছে

সাপের প্রাদুর্ভাব, সংকট এন্টিভেনমের

শ্রাবণের অতিবৃষ্টিতে ঝিনাইদহের ফসলি জমি ও খানা-খন্দ পানিতে ভরে যাওয়ায় সাপের কামড় নতুন এক আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জেলার ৬টি উপজেলার মধ্যে শৈলকুপা ও হরিণাকুণ্ডুতে প্রতিদিনই কয়েকজন করে সাপে কাটা রোগী আসছে হাসপাতালে। অসচেতনতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই রোগীকে হাসপাতালে না নিয়ে ওঝাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। এতে করে সময় মতো এন্টিভেনম প্রয়োগ করতে না পারায় রোগীর মৃত্যু ঘটছে। গত দুই সপ্তাহে শৈলকুপায় রেকর্ড সংখ্যক সাপে কাটা রোগী হাসপাতালে এসেছে। তবে সরকারিভাবে এন্টিভেনম দেওয়া বন্ধ করায় দরিদ্র রোগীরা ওঝাঁর দিকেই ঝুকছেন বলেও মনে করছেন অনেকেই।

গত বুধবার কোটচাঁদপুর উপজেলার বলুহর মাঠপাড়ার মাহতাব উদ্দিনের স্ত্রী নাসিমা বেগম (৪৫) সাপে কেটে মার গেছে। গত কাল শৈলকুপা উপজেহলার গাংকুল গ্রামের ঘুঘু বিশ্বাসের ছেলে তোয়াজ আলীকে সাপে কামড় দিলে দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে ডাক্তারের নিবিড় চিকিৎসায় এন্টিভেনমের মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তোলে। যদি সময় মত তা না পাওয়া যেত তাহলে রোগীর অবস্থা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এ ছাড়া গত ১২ জুলাই শৈলকুপা উপজেলার ব্রহ্মপুর গ্রামে অপু বিশ্বাস নামে এইচএসসি শিক্ষার্থীর সাপে কেটে মৃত্যু হয়। ওঝার কাছে নিয়ে সময় ক্ষেপন করা ও হাসপাতালে দেরিতে আসার কারণেই এ রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

জানাগেছে, জেলা সদর হাসপাতাল ও শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সামান্য পরিমাণ এন্টিভেনমের মজুদ থাকলেও বাকি গুলোতে নেই। সাপা কাটা রোগী আসলে তাদের নিজ খরচে কিনে এন্টিভেনম প্রয়োগ করতে হচ্ছে।

গত ১৯ জুলাই শৈলকুপা উপজেলার আবাইপুর ইউনিয়নের কৃপালপুর গ্রামের এক নারীকে সাপে কামড়ালে তিনি সাপ ধরে নিয়েই হাসপাতালে যান চিকিৎসা নিতে। শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ বলছেন প্রতিদিনই সাপে কাটা রোগী আসছে।

ভোক্তভোগী একজন বলেন, এন্টিভেনমের যে দাম তাতে করে দরিদ্র

রোগীদের পক্ষে কেনা অনেক কষ্টসাধ্য বেপার। এমনিতেই মানুষকে সাপে কামড়ালে হাসপাতালে নিয়ে না এসে ওঝাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া আটকানো যাচ্ছে না। তার পরে এই দামের কারণে মানুষ নিরুৎসাহিত হবে। সরকারিভাবে প্রত্যেকটা হাসপাতালে এন্টিভেনমের ব্যবস্থা রাখা উচিৎ বলে তিনি মনে করেন।

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ রাশেদ আল মামুন জানান, শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রতিদিন দুএকজন করে সাপে কাটা রোগী আসছে। অনেকেই এন্টিভেনমের খরচ বহন করতে পারে না। হাসপাতালে এটর্নি জেনারেল মোঃ আসাদুজ্জামানের নিজ উদ্যোগে দেওয়া এন্টিভেনমের এখনো ৭০ ভায়েল রয়েছে যা সাত জনের শরীরে দেওয়া যাবে। চারিদিকে পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে মানুষের বাসাবাড়িতে সাপ উঠে পড়ছে। যেকারণে সাপে কাটা রোগী আসছে বেশি। বাসাবাড়িতে কার্বলিক এসিড প্রয়োগের পরামর্শ দেন এই চিকিৎসক।

হরিণাকুুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ আলমগীর হোসেন বলেন, মাঝে মাঝেই এখানে সাপে কাটা রোগী আসছে আমরা এন্টিভেনম প্রয়োজন হলে ব্যবহার করছি এখনো ১০ভায়েল মজুত আছে এবং চাহিদা দিয়েছি শীঘ্রই কিছু পাব বলে আশা করছি। গত জুলাই মাসে ৬জনকে এন্টিভেনম দিয়েছি।

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সরকারিভাবে হাসপাতাল গুলোতে এন্টিভেনম দেওয়ার যে প্রজেক্ট ছিল সেটা গত অর্থবছর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। গত জুন মাসে আমাদের ৩০ ভায়েল এন্টিভেমন দিয়েছিল। প্রতিদিনই হাসপাতালে সাপে কাটা রোগী আসে। ৩০ ভায়েল ৩ জনকে দেওয়া যায়। আমরা হাসপাতালের নিজস্ব তহবিল থেকে ৪০ ভায়েল আরও কিনেছিলাম তা অনেক আগেই শেষ হয়েগেছে। সরকারের নির্দেশনা আছে আমরা সর্বোচ্চ ৫০ ভায়েল পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবো। এন্টিভেনমের ১০ ভায়েলের দাম ১২৬০০ টাকা থেকে শুরু করে ১৫ হাজার পর্যন্ত। সরকার না দিলে আমাদের পক্ষ থেকে কিনে রোগীদের সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

গত দুই মাসের তথ্য নিয়ে জানা যায়, শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গত জুন মাসে সাপে কাটা রোগী এসেছে ২২জন এবং জুলাইমাসে এসেছে ৩৩ জন । এছাড়া হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এই রোগীর সংখ্যা ছিল ১২ এবং জুলাই মাসে ছিল ১১জন এর মধ্যে হরিণাকুণ্ডুতে একজন আনার আগেই মৃত্যু বরণ করে।

শৈলকুপায় ইউনিয়ন পরিষদে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগে বিএনপি নেতাসহ আটক ৬

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ১২নং নিত্যানন্দপুর ইউনিয়ন পরিষদে তালা ঝুলিয়ে সেবা কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ইউনিয়ন বিএনপি সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলামসহ ৬ জনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

বৃহস্পতিবার (৩১জুলাই) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় চাল বিতরণের জন্য কার্ড প্রদানের তালিকায় নিত্যানন্দপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নেতা মহিদুল ইসলাম তার পছন্দের কিছু লোকের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে বলেন। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সেই অনুযায়ী কার্ড না দেওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ২০-২৫ জন অনুসারীসহ পরিষদে হাজির হন।
এ সময় তিনি ইউনিয়ন সচিব হাফিজুর রহমানকে টেনে হিচড়ে পরিষদ থেকে তুলে নিয়ে যান। একই সঙ্গে পরিষদের ভেতরে থাকা সেবাপ্রত্যাশী ও কর্মচারীদের আটকে রেখে প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেন। সচিবকে তুলে নিয়ে শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে গেলে সেনাবাহিনী ওই বিএনপি নেতাসহ ৬ জনকে আটক করে। উদ্ধার করা হয় সচিব হাফিজুর রহমানকে।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুই ঘণ্টা পর তালা ভেঙে ভেতরে আটকে পড়াদের উদ্ধার করে।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, পরিষদের তালা দেওয়ার ঘটনায় ৬ জন আটক হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। এব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা ইউনিয়ন পরিষদ সচিব এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শেখ হাবিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ছাব্দার আলীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ স্থানীয় সরকারের উপ পরিচালক রথিন্দ্রনাথ

রায়ের সাথে স্বাক্ষাত করে এধরণের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের জোর দাবি জানান।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শুভ্রা দাস বলেন, পরষদে তালা দিয়ে সচিবকে জোরপুর্বক তুলে নিয়ে তারা উপজেলায় আসে। আমি ঘটনা শোনার সাথে সাথে ব্যবস্থা নিয়েছি। সরকারি অফিসে তালা দেওয়ার অপরাধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের আটক করেছে।

ইসলামী শিল্পীগোষ্ঠি কলরবকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশের জনপ্রিয় ইসলামী সংগীত পরিবেশক দল ‘কলরব’ এখন আর শুধু সংগীতের নাম নয়, বরং এক চরম বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আইনুদ্দীন আল আজাদের পরিবার অভিযোগ করছে, কলরবকে ঘিরে গড়ে উঠেছে শত শত কোটি টাকার এক দুর্নীতির সাম্রাজ্য।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে মরহুম আইনুদ্দীন আল আজাদের পরিবারের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তার বড় ভাই মোঃ শামসুল আলম।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যানের মধ্যে আইনুদ্দীন আল আজাদের স্ত্রী উম্মে হাবিবা, শ^শুর গোলাম নবী, ছেলে গালিব বিন আজাদ, বড় মামা সাইফুল ইসলাম ও ছোট মামা শহিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বড় ভাই মোঃ শামসুল আলম বলেন, কলরব তার ভাইয়ের হৃদয়ের সংগঠন ছিল, যেটি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গড়ে তুলেছেন নিষ্ঠা ও শ্রম দিয়ে। কিন্তু আজ সেই সংগঠনটি অফিস বয় বদরুজ্জামান ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের হাতে পড়ে লুটপাটের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন, তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর মোবাইল ফোনে কলার টিউন ও রিং ব্যাক টিউন হিসেবে কলরবের গজল ব্যবহারে বিপুল অর্থ আয় শুরু হয়,

কিন্তু পরিবারের সদস্যদের কাছে সে আয়ের কোনো হিসাব কখনোই আসেনি। বরং কৌশলে সংগঠনের সমস্ত আয় এবং মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন বদরুজ্জামান। এমনকি প্রতিষ্ঠানের নামে আসা স্পন্সর, অনুদান, কনটেন্ট আয়ের সমস্ত কিছুই জমা হয় এখন তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ‘হলিটিউন’-এর নামে।

সংবাদ সম্মেলনে তার স্ত্রী উম্মে হাবিবা বলেন, তার সন্তানরা আজ এতিম। তারা কলরবের প্রতিষ্ঠাতার উত্তরসূরি হয়েও কোনো সম্মান, কোনো আর্কি সুবিধা তো দূরে থাক, বরং সবদিক থেকেই বঞ্চিত। অথচ যারা একসময় অফিস বয়ের দায়িত্বে ছিলেন, তারা এখন একের পর এক ফ্ল্যাট, গাড়ি, প্রোডাকশন হাউজের মালিক।

সংবাদ সম্মেলনে আজাদের পরিবার দাবি করে, কলরবের বর্তমান নির্বাহী পরিচালক বদরুজ্জামান এবং প্রধান পরিচালক রশিদ আহমদ ফেরদৌস শুধু সংগঠনের অর্থ আত্মসাৎ করেননি, বরং প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতি, শ্রম ও সুনামকেও ব্যবহার করেছেন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের পেছনে। সংগঠনের ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের নাম বদলে ‘হলিটিউন’ করে ফেলা হয়েছে। আয়-ব্যয়ের হিসাব শুধু গোপনই নয়, বরং সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অন্যান্য সদস্যদের মুখ বন্ধ রাখা হয়েছে মাসোহারা, উপহার এবং হুমকির মাধ্যমে।
আজাদের পরিবারের ভাষ্য, কলরব প্রতিষ্ঠার সময় যারা ছিলেন, তাদের অনেকেই আজ সংগঠন থেকে বিদায় নিয়েছেন, কেউ কেউ চুপ থাকেন নিরুপায় হয়ে। যারা প্রশ্ন তুলেছেন, তারা একে একে বহিষ্কৃত হয়েছেন। অথচ সংগঠনের আয় বছরের পর বছর ধরে বেড়েছে মোবাইল ফোন কোম্পানি, কর্পোরেট স্পন্সর, ইউটিউব এবং ফেসবুক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। এসব থেকে সংগঠনের তেমন কোনো স্থায়ী সম্পদ তৈরি না হলেও বদরুজ্জামান ও তার ঘনিষ্ঠজনরা হয়েছেন শত কোটি টাকার মালিক, যা তদন্ত করলেই থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ২০০৪ সালে ইসলামী শিল্পীগোষ্ঠি ‘কলরব’ প্রতিষ্ঠা করেন আইনুদ্দীন আল আজাদ। ২০১০ সালে তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে কলরব শিল্পীগোষ্ঠি বদরুজ্জামান ও রশিদ আহম্মেদ ফেরদৌস পরিচালনা করে আসছেন।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, কথা ছিল শিল্পীগোষ্ঠি কলরব থেকে উপার্জিত অর্থ তার পরিবারকে প্রদান করা হবে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান থেকে কোটি কোটি আয় হলেও আইনুদ্দীন আল আজাদের পরিবারকে কিছুই দেওয়া হয় না। উপরন্ত জালিলয়াতির মাধ্যমে শিল্পীগোষ্ঠি সমস্ত সম্পদ নিজেদের নাম করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, শিল্পীগোষ্ঠি কলরবের অফিস বয় বদরুজ্জামান ইউটিউব, ব্রাইট সলিউশন মাল্টিমিডিয়া লিমিডেট ও হলি টিউনসহ বিভিন্ন প্লাটফর্ম থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়ে ঢাকায় একাধিক ফ্ল্যাট, প্রবাসি সিটি, হেলিকপ্টারসহ গ্রুপ অব কোম্পানীর শীর্ষ শেয়ারদারী মালিক। অথচ আইনুদ্দীন আল আজাদের পরিবার আজ মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন, স্ত্রী ও সন্তানরা আর্থিক কষ্টে ভুগছেন।

ঝিনাইদহে কন্যাকে ফিরে পাওয়ার দাবিতে সাংবাদ সম্মেলন

নিজ নিখোঁজ কন্যার ফিরে পাওয়ার দাবিতে সাংবাদ সম্মেলন করেছেন ঝিনাইদহে এক হতভাগ্য পিতা ও তার পরিবার। আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে পাগলা কানাই মোড়ে ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটি কার্যালয়ে সাংবাদ সম্মেলন করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার রায়পুর গ্রামের ছেলে মোঃ আব্দুল আজিজ। সাংবাদ সম্মেলনে আব্দুল আজিজ বলেন যে তিনি তার দ্বিতীয় কন্যাকে ৭ বছর আগে ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার একটি গ্রামে বিবাহ দেয়। বিবাহ পরবর্তী তাদের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয় তার বর্তমান বয়স ৫ বছর। আমার মেয়ে জোবাইদা সুখের সংসার। এই সংসারে খারাব দৃষ্টি পড়ে আমার নিজ গ্রাম বাড়ির পার্শবর্তী মৃত মল্লিক মন্ডল ছেলে আসাদুলের। আমার মেয়ে জোবাইদার সাথে বিবাহের পর প্রতারনার মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তোলে সেটা আমরা জানতাম না। তখএফ মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যেতে অনীহা প্রকাশ করতো। আমরা প্রায়ই সেই থেকে আসাদুল ব্লাকমেইল করে হত্যা খুন জখমের হুমকি দিয়ে বিভিন্নস্থানে নিয়ে যায় এবং ভয় দেখায় বলে তোর মা বাবা একমাত্র ভাই তাকেও হত্যা করবো। তুই কাউকে বলতে পারবি না। মেয়ে ভয়ে কিছুই প্রকাশ করতো না । আসাদুলের ভয়ে নিরুপায় হয়ে তার সাথে সংসার ছেড়ে উথলী গ্রামের শাহীন ড্রাইভারের নিকট আমার মেয়েকে চক্রান্ত করে নিয়ে যায়। সেখানে শাহীন ড্রাইভার জীবননগর উপজেলার মেদিনীপুর গ্রামের রাজ্জাকের ছেলে হাকিমের নিকট নিয়ে যায়। হাকিমের নিজ বাড়িতে শাহীন আমার মেয়ে জোবাইদা কে বিবাহ বহির্ভূত শারীরিক

সম্পর্কে লিপ্ত হয। মেদিনীপুরের হাকিম তার রমরমা মাদকের ব্যবসায় আমার সহজসরল মেয়েকে দিয়ে গত ৪ মাস পূর্বে একটি ব্যাগে গাঁজা দিয়ে জীবননগর থেকে বাস যোগে তাদের গন্তব্যে পাঠিয়ে দেয়। এরপর গাঁজা সহ আমার সহজসরল মেয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে জেল হাজতে যায়। মহেশপুর থানা পুলিশ আমাদের বাসায় জোবাইদা গাঁজা সহ ধরা পড়েছে জানানো হলে সেখানে দেখতে যায়। মাদকবিক্রেতা চক্র আসাদুল শাহীন হাকিম আমার মেয়ের সাথে জেল খানায় দেখা করে কোন কিছু না জানানোর জন্য বলে। জোবাইদা কে জেল হাজত থেকে তারা বের করে পূনরায় তাদের অপরাধ জগতে নিয়ে যাবে বলে জানান আমার মেয়ে। আমি জেল হাজতে দেখা করতে গেলে জানান আপনারা দেখতে পারবেন না ১৫ দিন না হলে।

১৫ দিন পূর্ণ হলে জোবাইদার নিকট জানতে পারি মাদকচক্র তাকে জামিনের ব্যবস্হা করছে। মেয়ের নিকট জানতে পেরে মহামান্য হাইকোর্টের মাধ্যমে জরুরী জামিনের ব্যবস্হা করি। জামিন করে আমার রায়পুর গ্রামে থাকা অবস্থায় আসাদুল বিভিন্ন মাধ্যমে জোবাইদার সাথে সম্পর্ক করতে থাকে। জানতে পেরে নিজ বাড়ি বিক্রি করে আসাদুলের কু দৃষ্টির বাহিরে জীবননগর শহরে চলে যায় মেয়ে জোবাইদা কে নিয়ে। সেখানে যাওয়ার ১৫ দিনের মাথায় জোবাইদার সাথে যোগাযোগ করে আসাদুল পাচারের উদ্দেশ্যে মহেশপুর উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী আনন্দ বাজার নামক গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে রাসেল নামে একজন ঢাকার গাড়ির সুপারভাইজার তাকে মাঠ থেকে উদ্ধার করে। রাসেল জানান ৯৩ নম্বর মোবাইল নম্বর তার মামা পরিচয় দিয়ে তাকে এই মাদক ও দেহব্যবসা সহ পাচারের জন্য ভারত পাঠাচ্ছিল আমি তাকে ধরে নিয়ে এসে রাত আমার এক চাচির বাড়িতে রেখে আসি। তারপর তাকে অনেক বুঝিয়ে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে আনন্দ বাজার থেকে গাড়িতে উঠিয়ে দেয়।

এই আসাদুল আমার মেয়ে সম্পর্কে প্রতিবেশী মামা হওয়া সত্বেও তার লালসার বলি হয়েছে। আমার মেয়ে জোবাইদা কে এই মাদকচক্র আসাদুল শাহীন হাকিম বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তার পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারত পাচারের উদ্দেশ্য গুপ্ত করে আটকে রেখেছে। আমি আমার মেয়ে জোবাইদা ফিরে পেতে চাই আপনার নিকট নিবেদন জানাচ্ছি এই মাদককারবারী আসাদুল শাহীন হাকিম এর বিচার সহ আমার সহজসরল মেয়ে সংসার জীবনে পাঁচ বছরের নাবালক শিশুর মা জননী হয়ে ফিরিয়ে দেয়। এই মাদককারবারী আসাদুল শাহীন হাকিম এর বিচার চেয়ে সংবাদ সম্মেলনে মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইতিমধ্যে আদালতে একটি মামলা দেওয়ার করেছি আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানো জারি করেছে। নারী শিশু আদালতের মামলা নং:-

পিটিশন ৫৪/২০২৫।

সাংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিল ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির সভাপতি সাংবাদিক সাহিদুল এনাম পল্লব, সাধারণ সম্পাদক বিএম আনোয়ার হোসেন, সবুজ মিয়া, বাবলু মিয়া, তাপস কুণ্ডু, মিশুক হাসান, এস কে কাদের, রাকিব হোসেন, লতা মিয়া, সহ আরো অনেকে।

কোটচাঁদপুরে কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মানববন্ধন

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থীদেরকে সরকারী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত না করে তাদেরকে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহনের সুয়োগ প্রদানের দাবিতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কোটচাঁদপুর উপজেলা কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে বৃষ্টি ও প্রতিকুল আবহাওয়া উপেক্ষা করে গতকাল বুধবার সকাল ১১ টা থেকে ঘন্টাব্যাপি কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদের সামনে মানবন্ধনটি চলে।

উপজেলার ১১ টি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী ফেস্টুন হাতে মানবন্ধনে অংশ গ্রহন করেন।

কোটচাঁদপুর উপজেলা কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাহজাহান আলী জানান ২০০৯ সাল থেকে সরকারী প্রাইমারি স্কুলের মতই মেধা যাচাইয়ের জন্য কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থীদের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুয়োগ সৃষ্টি করা হয়।

সর্বশেষ ২০২২ সালে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেন কিন্ডারগার্টেন ও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সরকারী নিদের্শনা মোতাবেক দুই বছর বন্ধ থাকার পর ২০২৫ সাল থেকে আবার বৃত্তি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হলেও বঞ্চিত করা হয়েছে

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থীদের।

যার প্রতিবাদে আজ এ মানবন্ধন বলে তিনি জানান। আমরা বৈষম্য নয় সাম্য চাই, সরকারী ও বেসরকারী সর্ব শিক্ষার্থীদের কে মেধা যাচাইয়ের জন্য বৃত্তিপরীক্ষায় অংশ গ্রহনের সুযোগ চান মানবন্ধনে অংশ নেয়া সব শিক্ষার্থীরা। মানবন্ধন শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর স্মারক লিপি প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহে ২আগস্ট পর্দা উঠছে রেডিয়েন্ট প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের

আগামী ২আগস্ট ঝিনাইদহে পর্দা উঠছে রেডিয়েন্ট প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের। গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলন থেকে জানানো হয়, বাফুফের সহযোগিতায় জেলার বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে আগামী ২আগস্ট থেকে ফুটবল লীগ শুরু হবে। এবারের লীগে জেলার বিভিন্ন উপজেলার ১০টি ফুটবল একাডেমি অংশ নিবে। ২৯ বা ৩০ আগস্ট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা হবার কথা রয়েছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, ফুটবলের সৌন্দর্য ও খেলোয়াড়দের প্রতিভা তুলে ধরতে এবারের আয়োজন হবে আরও আকর্ষণীয় ও সুশৃঙ্খল।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, জেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক প্রভাষক এম আক্তার মুকুল, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি আহসানুজ্জামান ঝন্টু, সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম সংগ্রাম, নির্বাহী সদস্য নুরুদ্দিন পিকু, এ কে এম রেজাউল হাকিম পিকুল, হাসানুজ্জামান খোকো সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মাঝে জেলা ফুটবল

এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জার্সি ও ফুটবল বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে সরকারি বৃত্তি পরীক্ষায় কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহনের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে সরকারি প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।
আজ বুধবার (৩০জুলাই) বেলা ১১টায় শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন ঐক্য পরিষদ (বিকপ)।
কর্মসূচীতে জলার বিভিন্ন এলাকার কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে অংশ নেয়।
ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সংগঠনটির জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেনের পরিচালনায়, বাংলাদেশ প্রি-ক্যাডেট এন্ড স্কুল ফাউন্ডেশন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উদয়ন বিদ্যা নিকেতন’র পরিচালক মনিরুজ্জামান মানিকসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
সেসময় বক্তারা বলেন, কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হলেও, বৃত্তি পরীক্ষায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।
তারা বলেন, শিক্ষা সবার অধিকারÑকোনো শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরসাথে কিন্ডারগার্টেনসহ সকল সমমানের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তারা।

ঝিনাইদহ-২(ঝিনাইদহ-হরিণাকুণ্ডু) আসনে কারা লড়বেন ভোটের মাঠে!

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। নির্বাচন নিয়ে সংশয়ও কাটেনি। তবে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্ঠা রাজনৈতিক দলের কাছে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মানুষ ধারণা করছেন আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

এই সম্ভাবনাকে সামনে নিয়ে রাজনৈতিক দলের নেতাদের মাঝে শুরু হয়েছে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের তৎপরতা। দলীয় মনোনয়ন পেতে নিজ নিজ দলের কেন্দ্র ও হাইকমান্ডে জোর লবিং চালিয়ে যাচ্ছেন প্রার্থীরা। ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনের মধ্যে সদর আসনটির রাজনৈতিক বিবেচনায় গুরুত্ব অনেক বেশি। জেলার হেড কোয়াটার হওয়ায় এই আসনের সংসদ সদস্য জেলার রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি। মর্যাদাপূর্ণ এ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীরা এরই মধ্যে ভোটের মাঠ গোছাতে নেমে পড়েছেন। দলীয় কর্মসূচির পাশাপাশি ওয়ার্ডভিত্তিক জনমত গঠন ও সমর্থন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা কৌশলে কাজ করে যাচ্ছেন বিএনপি, জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ ও এনসিপির নেতারা।

দলীয় সমাবেশ, জাতীয় দিবস ও বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবকে সামনে নিয়ে সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রত্যাশীরা শহর থেকে গ্রাম-গঞ্জে ব্যানার ফেস্টুন লাগিয়ে ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছেন। দৃশ্যমান প্রচারের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও দলীয় নেতা-কর্মী সমর্থকরা তাদের পছন্দের প্রার্থীর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে নবগঠিত রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ঝিনাইদহের চারটি আসনে যোগ্য প্রার্থী সামনে আনতে না পারলেও ঝিনাইদহ-২ আসনে তারা একজন কেন্দ্রীয় নেতাকে প্রার্থী হিসেবে দিতে পারে। তরুণ ভোট তাদের একমাত্র ভরসা। ঝিনাইদহ শহর ছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চল ও জেলার অন্য ৫টি উপজেলায় এনসিপির দলীয় কর্মসূচিও তেমন একটা দেখা যায় না।

নির্বাচন কেন্দ্রীক কিছু দলের জোটবদ্ধ নির্বাচন করার সম্ভাবনার কথা শুনা যাচ্ছে সে ক্ষেত্রে জামায়াতের সাথে ইসলামী আন্দোলনসহ অন্যান্য কিছু ইসলামী দলের জোটবদ্ধ নির্বাচনের সম্ভাবনা রয়েছে আবার বিএনপির কিছু মিত্র রয়েছে তাদেরকেউ কিছু ছিট ছেড়ে দিয়ে বিএনপি নির্বাচনী জোট করার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে ঝিনাইদহ-২ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের সামনে বড় প্রতিবন্ধকতা গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। রাজনৈতিক মহলে প্রচারণা রয়েছে, কেন্দ্রীয় বিএনপির গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে ঝিনাইদহ-২ আসনে ভোটের মাঠে নেমেছেন রাশেদ খান। বিএনপির সাথে গণঅধিকার পরিষদের নির্বাচনী জোট হলে এ আসন থেকে রাশেদ খানের মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা। জোট না হলেও গণঅধিকার পরিষদ থেকে দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান এই আসন থেকে নির্বাচনে লড়বেন।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা যায়, ঝিনাইদহ সদর (৪টি ইউনিয়ন ব্যতীত) ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নিয়ে ঝিনাইদহ-২ আসন। এ আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ৯৬ হাজার ১০৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৪৬ হাজার ৯৩০ ও নারী ভোটার ২ লাখ ৪৯ হাজার ১৭১ জন। এ আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৭ জন। ভোট কেন্দ্র ১৯৪টি।

আসনটি ঝিনাইদহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসন। জেলা সদর হওয়ায় সব দলই আসনটিকে নিজেদের দখলে রাখতে চায়। এ আসনে বিগত দিনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের আধিপত্য ছিল। তবে এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মাঠে না থাকায় এবং জামায়াত সাংগঠনিক ভাবে শক্তি অর্জণ করায় ইসলামী মোর্চা গড়ে বিএনপির সাথে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিগত দুটি বিতর্কিত নির্বাচনে ভোট দিতে না পেরে ঝিমিয়ে পড়েছিলেন ভোটাররা। এবার তারা উৎসবমূখর ভোটের অপেক্ষায় রয়েছেন। ভোটাররা এবার নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন বলে মূখিয়ে রয়েছে।

ভোটের মাঠে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে, তারা হলেন, জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সাবেক ছাত্রনেতা অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ। তিনি ২০১৮ সাল থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মাঠে কাজ করে যাচ্ছেন, তিনি একক মনোনয়ন প্রত্যাশী। এছাড়া এ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী অন্যরা হলেন সাবেক এমপি মশিউর রহমানের ছেলে, বিএনপির একটি অংশের নেতা ড্যাবের কেন্দ্রীয় নেতা ও জেলা বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা: ইব্রাহীম রহমান বাবু। জেলার অবকাঠামো উন্নয়নে এই আসনে তার

বাবা সাবেক এমপি মশিউর রহমানের অনেক অবদান থাকায় তিনি দলীয় প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করছেন। এ দিকে জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি পিপি বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ এস এম মশিউর রহমান, এ আসনে দলীয় মনোনয়নের জোরালো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ক্লিন ইমেজের মানুষ হিসেবে পরিচিত। এ ছাড়া জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস (ছোট মজিদ) তারুন্যদিপ্ত নেতা হিসেবে দলে ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা রয়েছে তাই আগামী নির্বাচনে তিনি মনোনয়ন চাইবেন বলে জানিয়েছেন, এছাড়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মীর রবিউল ইসলাম লাবলু মনোনয়ন পেতে কেন্দ্রীয় ভাবে জোর লোবিং চালিয়ে যাচ্ছেন।

গুরুত্বপূর্ণ এ আসনটিতে জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমীর অধ্যাপক আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর কে জামায়াতের একক প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি গ্রামে-গঞ্জে ভোটরদের কাছে পরিচিতি এবং তাদের মন জোগাতে ব্যস্ত সময় পার করছেন। তবে এ আসনে কোন কারণে জামায়েত প্রার্থী পরিবর্তণ হয় সেক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীর ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আমীর শিবিরের সাবেক নেতা ও সাবেক সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ড. হাবিবুর রহমানও জামায়াতের নেতা কর্মীদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে। দলীয় কর্মসূচি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ভোট গোছানোর কাজ করে যাচ্ছে জামায়াতে ইসলামী। বিএনপির পরিবর্তে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী হলে এবং বিএনপি সক্রিয় কাজ না করলে জামায়াত এ আসনটি দখলে নিতে পারে বলে ধারণা করছেন সাধারণ ভোটাররা। তরুণদের নেতৃত্বে গঠিত এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক তারেক রেজা এ আসন থেকে লড়বেন বলে জানা গেছে। জামায়াতের সাথে নির্বাচনী ঐক্য না হলে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ হাত পাখা প্রতীকে দলীয় একক প্রার্থী নিয়ে আগামী নির্বাচনে লড়তে পারেন দলটির জেলা সভাপতি এইচ এম মোমতাজুল করীম। এ আসনে ঝিনাইদহ ও হরিণাকুণ্ডুতে তাদের কিছু নিজস্ব ভোটার রয়েছে এবং তারা নতুন ভোটারদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন।

এই আসনে বাম জোটের পক্ষে ভোটারদের তেমন সাড়া না থাকলেও জুলাই আন্দোলনে বাম ছাত্রফ্রন্টের ভাল অবদান ছিল। জাতীয় সংসদে বাসদের একক প্রার্থী হিসেবে অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জান নির্বাচন করবেন বলে জানাগেছে।

দলীয় ভাবে যদি কোন জোট বা মোর্চা তৈরী না হয়, তাহলে প্রার্থী যেই হোক এ আসনে মূলত বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যেই হতে পারে ভোটের

লড়াই।

এতিমের পানের বরজ পুড়িয়ে দিলো দুর্বৃত্তরা

ঝিনাইদহ পৌর এলাকার মুরারীদহ গ্রামের শিপনের পানের বরজ রাতের আধারে ঘাস পোড়ানো ঔষুধ দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

রোববার (২৭জুলাই) রাতে এক বিঘা জমির পানের বরজ পুড়িয়ে দিলো কে বা কেহারা! এ ব্যাপারে সখি খাতুন ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেছে।

এতিমের পানের বরজ পুড়িয়ে দিলো শুত্রুতা করে। মানুষ মরে গেলেও এমন কান্না দেখা যায়না। কান্না যেন থমাছেই না তাদের। একটি এতিম পরিবারের ৮ জনের খাবার দেবে কে? একটি পানের বরজ পোড়ানো মানে একটি পরিবার শেষ করে দেওয়া।

বরজের মালিক শিপন জানান, মাঠে পানের বরজে গিয়ে দেখতে পায় ঘাস পোড়া কীটনাশক ব্যবহার করে পান নষ্ট করে দিয়েছে। আমার এক বিঘা জমি ধরন্ত পান ছিলো। যা সম্পুর্ন নষ্ট হয়ে গেছে। এতে আমার ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। যা পোষাবার নয়। আমার বড় ভাই ৪ বছর আগে মারা গেছে। তাদের দুইটি মেয়ে ও আমার ভাবী আছে। অসুস্থ মা-বাবা আছে। আমার সন্তানসহ স্ত্রী রয়েছে। এই পানের বরজ দিয়ে ৮জন লোকের মুখের ভাত যোগাড় করতাম। এখন আমার এই পরিবারের সকল সদস্যের মুখের ভাত বন্ধ হয়ে গেলো। আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে এর সুষ্ঠু বিচার কামনা করেন।